উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশনার ১৩ বছর

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৩

সংখ্যা ৪

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ ইং

চট্টগ্রামের পটিয়া পৌরসভা মাঠে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপনে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখে পটিয়া পৌরসভা কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্প এবং বঙ্গমাতা ফজিলাতুননেছা দুঃস্থ মহিলা সমিতি যৌথভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করে। মাজেদা বেগম শিরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধানঅতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, স্থানীয় সাংসদ জনাব শামসুল হক এমপি, সাবেক মহিলা সাংসদ চেমন আরা তৈয়ব, পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকেয়া পারভীন, পটিয়া পৌরসভা মেয়র জনাব হারুনুর রশীদ, পটিয়া প্রেস ক্লাব সভাপতি হারুন-অর-রশীদ, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান আফরোজা বেগম জুলি। সমাবেশে উপজেলার স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এনজিও কর্মী, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী উপস্থিত ছিলেন। নারী সমাবেশে বক্তারা নির্যাতন প্রতিরোধে কৌশল এবং নারী নির্যাতন সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করা, সমাজে শান্তি আনয়নে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারীরা শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হলে নারী নির্যাতন অনেকাংশে কমে যাবে।

পিকেএসএফ এর উন্নয়ন মেলা-২০১৪

স্টল পরিদর্শন করছেন ঘাসফুল- প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন আয়োজিত গত ২৬ অক্টোবর থেকে ০১ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী "উন্নয়ন মেলা-২০১৪" অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল এতে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মেলায় ঘাসফুল একটি আকর্ষনীয় স্টল পরিচালনা করে। স্টলে সংস্থার চলমান কার্যক্রমের বিবরণ সম্মিলিত বুকলেট, পোস্টার, লিফলেট ও ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারী প্রদর্শনসহ উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শিত হয়। মেলায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, শামসুল হক, প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাজুল ইসলাম খান। ঘাসফুল-স্টলটি পরিদর্শন করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ-সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও স্টল পরিদর্শনে আসেন ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। মেলায় আসা অসংখ্য দর্শক ঘাসফুলের নানামূখী উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে।

সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করলে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব

৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ ঘাসফুল চট্টগ্রামে আমিরবাগস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের "শিশুশ্রম নিরসন ও তৃণমূল পর্যায়ে শিশুদের সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়ন সংস্থার ভুমিকা শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন, সরকারী-বেসরকারী সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করলে শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এবং সদস্য সংস্থা ওয়াচ ও ইলমার সমন্বয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫টি এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের মৌলিক অধিকার ও সুরক্ষার কাজ করছে। >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল শিক্ষার্থীদের চক্ষু পরীক্ষা সম্পন্ন

লায়ন্স ক্লাব অব পারিজাত এলিট এর সহায়তায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কে.জি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গত ৮ নভেম্বর ২০১৪ দৃষ্টি পরীক্ষা সম্পন্ন হয় । এতে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স জেলা গর্ভনর লায়ন সিরাজুল হক আনসারী, কেবিনেট সেক্রেটারি লায়ন জাহাঙ্গীর মিয়া, ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী লায়ন সমিহা সলিম শান্তু ও ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শিশুরা আমাদের দেশে আগামীদিনের সম্পদ ওদের সুস্থভাবে গড়ে তোলা দায়িত্ব আমার আপনার সবার।

ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্পের মানবাধিকার কার্যক্রম

বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপনে চট্টগ্রামে পটিয়া উপজেলায় 'জয়িতা'রা সংবর্ধিত

গত ৯ ডিসেম্বর' ১৫ পটিয়া উপজেলা মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে পটিয়ার 'জয়িতা'দের সংবর্ধিত করা হয়। ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্প এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পটিয়া উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা বেগম রোকেয়া পারভীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান আফরোজা বেগম জলি, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব ইয়ার মোহাম্মদ পিয়ারু, পটিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি হারুন-অর-রশিদ, উপজেলা তথ্য অফিসার বিশ্বনাথ মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় নারী, সমাজকর্মী, এনজিওকর্মী যোগ দেন। মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান বক্তব্যে বলেন, **একটা সাইকেলে যেমন দুটি চাকা থাকে তেমনি সমাজের দুটি চাকা হলো নারী ও পুরুষ। যে কোন একটি চাকা অচল হলে যেমন সাইকেল চলে না ঠিক তেমনি নারীদের উন্নয়ন না করলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।** আলোচনাপর্বে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের অনেকেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতির ভাষণে ইউএনও রোকেয়া পারভীন বলেন নারী পুরুষ সমস্যা নয়, সমস্যা হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির। আলোচনাপর্ব শেষে পটিয়ার পাঁচজন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সাহসী ও সফল নারীর (জয়িতাদের) হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন পটিয়া উপজেলার নিবার্হী কর্মকর্তা বেগম রোকেয়া পারভীন। **ক্রেস্ট প্রাপ্ত জয়িতারা হচ্ছেন: কচুয়াই ইউনিয়নের সফল জননী; শামীমা চৌধুরী, চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সফল নারী; ডালিয়া সুলতানা, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ঘুরে দাঁড়ানো প্রতিবাদী এবং সংসারের অভাবজয়ী নারী; শাহানাজ আক্তার নীলু, সমাজে পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সফল হয়েছেন এমন নারী বড়উঠান ইউনিয়নের; আরজু মারিয়া ড়ড্রিক, সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছেন ধলঘাট ইউনিয়নের সফল নারী; শীলা দাশ। অনুষ্ঠানে ক্রেস্টপ্রাপ্ত সফল নারীদের দুর্গম যাত্রার কাহিনীগুলো হয়ে উঠে একেকটা সফল রাজ্য জয়ের গল্পের মতো।**

নারী নির্যাতন নির্মূলকরণে মানববন্ধন

ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্পের উদ্যোগে নারী নির্যাতন নির্মূলকরণে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর'১৪ সকাল দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা পরিষদের সম্মুখে এক মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে স্থানীয় আনন্দনগর কমিউনিটি সেন্টারে শুরু হয় আলোচনা সভা। এতে উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ আরো সরকারি ও বেসরকারি এবং এনজিও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বেগম আতিয়া চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর রিজিওনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব মোঃ তারেকুজ্জামান, ঘাসফুল এর সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, নারী জাগরণ সংস্থার নির্বাহী কর্মকর্তা পারভীন আকতার, দুঃস্থ মহিলা সমিতির সভাপতি চাঁদ সুলতানা প্রমূখ।

এছাড়াও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত রয়েছে ঘাসফুল পিএইচআর প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রম: চট্টগ্রামে পটিয়া উপজেলায় ১১টি ইউনিয়নে গত ৩মাসে ১৯৮টি উঠান বৈঠক, ইয়ুথগ্রুপের পাঠচক্র, ওরিয়েন্টেশন, কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতামূলক নাটক প্রদর্শন, স্কুল আউটরিচ কার্যক্রম এর আওতায় পিএইচআর পিয়ার এডুকেটরদের দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়।

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মৃত ৪৪ জন উপকারভোগীদের মাঝে বীমা দাবী পরিশোধ করা হয়। গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মোট ৭৬ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণ মওকুফ করে দেয়া হয়, যা পরবর্তীতে ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। বীমা দাবি পরিশোধ বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট এগার লক্ষ তিরানব্বই হাজার আট শত বায়ান্ন টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র জীবন বীমা (মাইম) প্রকল্প

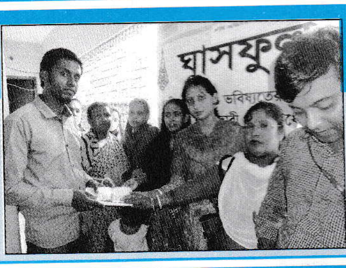

ঘাসফুল ক্ষুদ্র জীবন বীমা (মাইম) প্রকল্প এর আওতায় গত তিনমাসে তিনজন সদস্য মৃত্যু বরণ করেন। এবং তাদের নমিনীদের হাতে বীমা দাবী পরিশোধ করা হয় মোট উনপঞ্চাশ হাজার ষাট টাকা।

ঘাসফুল ভিশন সেন্টারঃ নওগাঁ গ্রামীণ জনপদে উন্নত চক্ষুসেবা

অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১৪ তিন মাসে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, সাপাহার উপজেলার ঘাসফুল কর্ম-এলাকায় ৪টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ইস্পাহানি ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত আই ক্যাম্পে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির মাঝে চক্ষু বিশেষজ্ঞ এর মাধ্যমে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তাছাড়াও ঘাসফুল ভিশন সেন্টার এর মাধ্যমে সংস্থার নিয়ামতপুর শাখায় সপ্তাহে দুই দিন চক্ষু চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রয়েছে। এক নজরে আই ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারির সংখ্যা নিম্নরুপ ;

কর্মএলাকা	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	২০১	৩৯	৩৯
সাপাহার	২৯৯	৩০	৩০
মোট	৫০০	৬৯	৬৯

সমৃদ্ধি ইউনিট অফিসে শুরু হয়েছে চিকিৎসাসেবার আরো একটি নতুন সংযোজন

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় স্থানীয় অধিবাসীদের শিশু সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে চব্বিশটি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৪ পর্যন্ত মোট ৫৬৭জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৈকালিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এসকল কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের গড় উপস্থিতি ছিল ২২ জন।

সেবক কলোনিতে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মহান বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল সেবক কলোনির শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্দ্যোগে র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শিশুরা বর্ণাঢ্য র‍্যালী নিয়ে কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গনের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। র‍্যালী শেষে স্কুলে বিজয় দিবস নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করে। র‍্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদারবাড়ি এস. কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী দাশ, সহকারি শিক্ষিকা প্রীতি চৌধুরী, প্রতিমা রাণী দে এবং ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষিকা তমালি দাশ।

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন

১লা ডিসেম্বর ২০১৪ চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমুহের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও চট্টগাম নগরীতে পালিত হলো বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস মৃত্যুঃ নয় একটিও আর; বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়বো সবাই, এই আমাদের অঙ্গীকার। বিশ্ব এইডস দিবসে সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেস ক্লাব থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিন করে তা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ রফিক উদ্দিন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অভিনন্দন দাশ (উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য), বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ সরফরাজ খান (সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম)। সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এর শিক্ষক ডাঃ সাইফুল্লা খান (চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ), ঘাসফুল এর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এসডিপি) প্রধান আনজুমান বানু লিমাসহ অংশগ্রহণকারী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমুহের প্রতিনিধিবৃন্দ। বক্তারা এইডস প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে সমন্বিত উপায়ে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং আগামীতে আরো কার্যকর এবং সমন্বিত উপায়ে কাজ করার আহবান জানান ।

তৃণমূল রমণী ও গ্রামীণ জনপদে আয়- উপার্জন বৃদ্ধিকরণে কাজ করছে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম

ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর অধীনে বর্তমানে চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, ঢাকা, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় শহর এবং গ্রামীণ প্রান্তিক নারীদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করছে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত গত তিন মাসে নতুন সদস্য ভর্তি হয়েছে ১২,২১৮ জন। গত তিন মাসে ১১,৬৪৬ জন ঋণী সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয় ২৮,৬০,৩৬,০০০/-। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত ঋণ (এমই লোন) বিতরন হয় চার কোটি আটষট্টি লক্ষ ষাট হাজার টাকা, কৃষিখাতে ঋণ বিতরন হয় ছয় কোটি চার লক্ষ বিশ হাজার টাকা, মৌসুমী ঋণ বিতরণ হয় উনত্রিশ লক্ষ তিপান্ন হাজার টাকা, গ্রামীণ পর্যায়ে নয় কোটি সাতত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা,নগর পর্যায়ে আট কোটি এক লক্ষ একাশি হাজার টাকা এবং হতদরিদ্র খাতে ঋণ বিতরণ করা আঠার লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা।

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম

সমিতির সংখ্যা	:৭৮১৫ জন
সদস্য সংখ্যা	:৫৫৩১৯ জন
সঞ্চয় স্থিতি	:৩২০৬৪৮০৭৫ টাকা
ঋণ গ্রহীতা	:৪৩১৬৪ জন
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	:৬৪৭৯৭৩৪৭০০ টাকা
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	:৫৮৩৮৫৭৮৬৮৮ টাকা
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমান	:৬৪১১৫৬০১২ টাকা
বকেয়া	:২৬৪৭৩৫০৭ টাকা
শাখা সংখ্যা	:৩৭ টি

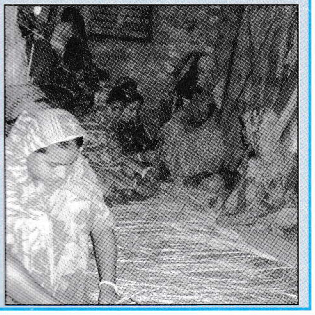

ঘাসফুল উপকারভোগীদের মুরগীর টিকা দান কর্মসূচী

গত ২৫ নভেম্বর ২০১৪ পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রামের পটিয়াস্থ কর্ম-এলাকায় কোলাগাঁও ইউনিয়নের ভেল্লা পাড়ার সদস্য হোছনেয়ারা এর আঙিনায় মুরগীর টিকা দান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এতে আশপাশ এর ৯২টি মুরগীকে নাম মাত্র মূল্যে বিসিআরডিবি এবং আরডিবি টিকা প্রদান করা হয়। মুরগীর টিকা দান কর্মসূচী সংস্থার কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের চলমান প্রক্রিয়া এবং মৌসুম ভিত্তিতে আগামীতেও চলমান থাকবে। টিকা দান কর্মসূচীতে টিকা প্রদান করেন ঘাসফুল প্রাণী সম্পদ ইউনিটের

মানবসম্পদ উন্নয়নে চলমান প্রক্রিয়াঃ প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ আয়োজিত প্রশিক্ষণসমূহ ঃ গত ১৮-২১ অক্টোবর ও ২২-২৫ নভেম্বর ২০১৪ "হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে দুটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় উদ্দীপন ও আপন উদ্যোগ সংস্থায়। উক্ত প্রশিক্ষণ গুলোতে অংশগ্রহণ করেন শাখা হিসাব রক্ষক মোঃ ইমরানুল মোরশেদ ও মো: সোহেল রানা এবং রেজ্জাদুল করিম।

গত ১৯-২৩ অক্টোবর ২০১৪ “সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স (আইএনএম) এর ট্রেনিং সেন্টারে। এতে অংশগ্রহণ করেন শাখা ব্যবস্থাপক কাজী আতাউর রহিম ও প্রিয়তোষ আইচ।

দলীয় গতিশীলতা,সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় গত ২০-২৩ অক্টোবর ২০১৪ প্রত্যাশী ট্রেনিং সেন্টারে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন ক্রেডিট অফিসার সুপ্রিয়া বড়ুয়া ও সুবির সরকার।

“সমন্বিত ধান উৎপাদন ” বিষয়ক এক প্রশিক্ষন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটে গত ০১-০৬ নভেম্বর ২০১৪। এতে অংশগ্রহণ করেন শেখ মো: ফজলে রাব্বি ,জুনিয়র ম্যানেজার (কৃষি)।

গত ৮নভেম্বর ২০১৪ “সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন” শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় পিকেএসএফ ভবনে। এতে অংশগ্রহণ করেন সৈয়দ লুৎফুল কবীর চৌধুরী (হেড অব মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম) ও মোঃ নাছির উদ্দিন (কর্মসূচী সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি)।

“Strengthening Micro Enterprise for MFIs” শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮-২০ নভেম্বর ২০১৪ সিডিএফ এ। উক্ত প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন মোঃ নুরুজ্জামান, জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ

(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪)

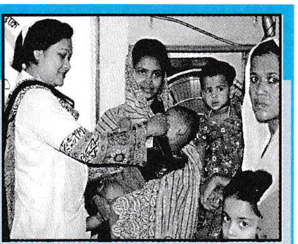

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিক্যাল সেবা	– ১৯টি স্থায়ী ক্লিনিক ২৭টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ৮৪৫ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।
টিকাদান কর্মসূচী	– মোট টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪২৩জন। এর মধ্যে মহিলা ৮৫ জন এবং শিশু ৩৩৮জন।
পরিবার পরিকল্পনা	- সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ২৩৭৮ জন। এর মধ্যে মহিলা পিল ৯৪০জন, কনডম- ১১৪৯ জন, ইনজেকশন ২৮০জন, নরপ্ল্যান্ট ৭ জন,লাইগেশন ১ জন, ভ্যাসেক্টমী ১ জন ।
নিরাপদ প্রসব	- ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ৯০ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	- বিভিন্ন কর্ম এলাকায় ২৭টি গার্মেন্টসে ৫২৪৪ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৮৭৩ জন পুরুষ এবং ৪৩৭১ জন মহিলা শ্রমিক।
মাইম হেলথ	- মাইম হেলথ কার্যক্রমের আওতায় ১৫৭জনকে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়। ১৪৯ জনকে সবুজ কার্ড ও ৮ জনকে হলুদ কার্ড প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র

চট্টগ্রামের হাটহাজারীস্থ সরকারহাটে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র দীর্ঘদিন যাবত স্থানীয় মানুষের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা। উল্লেখ্য এই তথ্যকেন্দ্রটি কোনপ্রকার দাতা সংস্থার সহায়তা ছাড়া ঘাসফুল এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়। গত তিন (অক্টোবর- ডিসেম্বর ১৪) মাসে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট দেড়শত মানুষকে বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

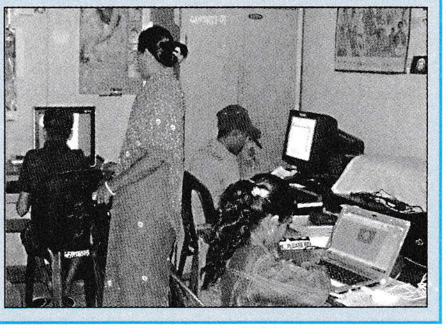

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ঘাসফুল ডিআইআইএসপি কার্যক্রম

- নাজমুল হাসান পাটোয়ারী

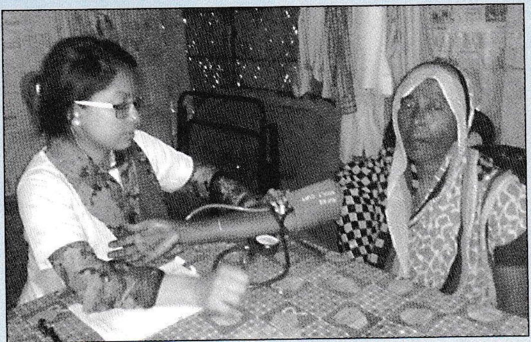

ঘাসফুল সুচনালগ্নে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসূচী পরিচালনা করে আসলেও পরবর্তী পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সাল হতে আনুষ্ঠনিকভাবে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে ঘাসফুল সংস্থা ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় Ghashful Developing Inclusive Insurance Sector Project (GDIISP) এর গাইডলাইন অনুসারে হাটহাজারী সদর শাখা ও সরকারহাট শাখায় হাসপাতাল নগদ সুবিধা বীমা ও প্যারামেডিক সেবা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে GDIISP এর অধীনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাটহাজারী সদর শাখা ও সরকারহাট শাখায় ০১ জন করে প্যারামেডিকস নিয়োজিত রয়েছে। প্যারামেডিকগণ অফিস পর্যায়ে স্ট্যাটিক ক্লিনিক ও মাঠ পর্যায়ে সংস্থার উপকারভোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্যারা ১৬০ টাকা প্রদানের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্য কার্ড ০১ বছরের জন্য ক্রয় করেন যার মাধ্যমে সদস্যা ও তার পরিবারের ০৪ জন সহ মোট ০৫ জন ব্যক্তি ঘাসফুল হতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন। এছাড়া ও সমিতি পর্যাযে ০২ জন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সংস্থার উপকারভোগী, তাদের পরিবার ও পার্শ্ববর্তী বাড়িসমূহের অধীবাসীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। ঘাসফুল সংস্থার উপকারভোগীদের অসুস্থতাজনিত ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারহাট ও হাটহাজারী সদর শাখায় ১ মে ২০১৪ ইং হতে হাসপাতাল নগদ সুবিধা বীমা চালু করে। এর মাধ্যমে বীমা গ্রহীতা ও তাঁর পরিবারের বীমাকৃত সদস্য অসুস্থতাজনিত কারণে ২৪ ঘন্টার বেশী সময় ধরে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করলে,প্রথম দিন ব্যতীত অতিরিক্ত দিনের জন্য দিন প্রতি নগদ ২০০ টাকা হারে বছরে সর্বোচ্চ ৩০ দিন এই সুবিধা পাবেন। উল্লেখ্য যে, হাসপাতাল নগদ সুবিধা বীমার পলিসির পরিমান বাৎসরিক পরিবার প্রতি (অনধিক ০৫ জন) ২৫০ টাকা। এই পর্যন্ত (ডিসেম্বর ১৪) এই প্রকল্পের আওতায় ৪,০৩৮ জন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে।

-লেখক পরিচিতি : জু. ব্যবস্থাপক (এমএফ)

পোলট্রি শিল্পে ব্রয়লার বাচ্চার গুণাগুণ যাচাই

-ডাঃ মেরী চৌধুরী

মুরগীর বাচ্চার গুনগত মান যাচাইয়ের জন্য রোগমুক্ত (শ্বাসকষ্ট,কাঁচা নাভী, লেংড়া ইত্যাদি মুক্ত) বাজার মূল্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য এবং শৌর্যবীর্য সম্পন্ন সজীব বাচ্চা নির্বাচন করতে হবে। সাধারনত হ্যাচিং এর সময় বাচ্চার ওজন ৩২-৪২ গ্রাম থাকে। এক্ষেত্রে কম ওজনের বাচ্চাগুলোকে একপাশে বা আলাদাভাবে ব্রুডিং করার ব্যবস্থা করা উচিত। ঘরের তাপধারন ক্ষমতা কম হলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঘর আরো ঠান্ডা হয়ে যায়। ফলে মেঝের লিটার শক্ত কেক এর মত জমাট বেঁধে যাবে।

আবার গরমের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো : বায়ু চলাচল ক্ষমতা, বায়ু প্রবাহের গতি, বায়ু শীতলীকরন ব্যবস্থা ইত্যাদি। চিকস্ বক্স থেকে ব্রুডারের নিচে বাচ্চা ছাড়ার সময় মনে রাখতে হবে, তারা উড়তে পারে না এবং ১.৫-২ ফুট উচুঁ থেকে বাচ্চা ফেললে পায়ের সমস্যা হতে পারে। ব্রুডিং চলাকালীন সময়ে ব্রুডারের জায়গা নিয়ম মাফিক না বাড়ানো বাচ্চার পায়ের সমস্যার একটি প্রধান কারণ। ব্রুডিংয়ের তাপমাত্রা সঠিক রাখার জন্য এবং ঝড় বৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের নেট বরাবর চটের পর্দা দ্বারা ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

লেখক পরিচিতি : জু. ব্যবস্থাপক, ঘাসফুল প্রাণী সম্পদ ইউনিট।

সমন্বিত মাছ চাষ

-দিগন্ত প্রসাদ ত্রিপুরা

বাংলাদেশ একটি ছোট ও কৃষি প্রধান দেশ। ছোট্ট কৃষি প্রধান এই দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাদি কৃষি জমির পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে জনসংখ্যার বেঁচে থাকার চাহিদা প্রবল অথচ সম্পদ সীমিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং জনসংখ্যার খাদ্য নিশ্চিত, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বর্তমানে কৃষি জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও পরিপূর্ন ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে অধিক ফসল উৎপাদন করতে হবে। তাই একই পুকুরে বা জমিতে একসাথে এেকের অধিক ফসল উৎপাদনের কৌশল হিসাবে সমন্বিত মাছ চাষকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কোন নির্দিষ্ট জলাশয়ে মাছের সহিত অন্যান্য এক বা একাধিক সবজি বা গবাদিপশু, পাখি সমন্বয় করে চাষ বা লালন-পালন করাকে সমন্বিত মাছ চাষ বলে। যেমন: ১. ধান ক্ষেতে মাছের চাষ। ২. পুকুরের পানির উপর মাচা করে হাঁস-মুরগী পালন। ৩. পুকুর পাড়ে সবজি চাষ। ৪. গবাদিপশু পালন ইত্যাদি। এসকল সমন্বিত চাষাবাদে যে সব বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে তা হলো;

* সমন্বিত মাছ চাষে অতিরিক্ত জনসংখ্যার পুষ্টি ও খাদ্যের অভাব দূর করা যায়। * সমন্বিত মাছ চাষে একই পুকুরে বা জমিতে একসাথে এেকের অধিক ফসল উৎপাদন করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। * বেকারত্ব দূরীকরন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা যায়।

সমন্বিত মাছ চাষে আদর্শ পুকুর কেমন হওয়া উচিত: বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পুকুর দেখা যায়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহর অঞ্চলেই লোকজন শুধু দৈনন্দিন কাজে গৃহস্থালির ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পানি সংরক্ষণের জন্য বা ঘর-ভিটা উঁচু করার জন্য গর্ত করে পুকুর খননের দৃশ্যটি বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্যিকভাবে মাছচাষ করার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের দেশে কারিগরি সহায়তা নিয়ে পুকুর খনন বলতে গেলে খুবই নগন্য। যার ফলে খনন কৃত পুকুর বেশির ভাগ চারিদিক বড় বড় গাছে ছায়াযুক্ত অবস্থায় ও ঝোপ ঝাড়ের লতা পাতায় পতিত অবস্থায় পরিনত হয়ে থাকে। তাই এসব পুকুরে চাষী শুধু মাছ মজুদ করে। মাছচাষে তেমন সুবিধা লাভ করতে পারে না। কালের বিবর্তনে এবং প্রয়োজনে জলাশয়ের ধরন, ধারন প্রভৃতি পরিবর্তন হতে থাকে। বর্তমানে পুকুরের বহুবিধ ব্যবহারের মধ্যে মাছ চাষ একটি অপরিহার্য বিষয়।

পানির ধারন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পুকুরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়;

১. বাৎসরিক পুকুর : যে সমস্ত পুকুরে বছরে কমপক্ষে ৮-১০ মাস অধিক পানি থাকে তাকে বাৎসরিক পুকুর বলে। **২. মৌসুমী পুকুর :** যে সমস্ত পুকুরে বছরে এক মৌসুম পানি থাকে সে সমস্ত পুকুরকে মৌসুমী পুকুর বলে। সাধারনত মৌসুমী পুকুরে ৪-৬ মাস পানি থাকে।

পুকুর নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য : মাছচাষে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো পুকুর নির্বাচন। ঠিকমত পুকুর নির্বাচন করা না হলে মাছ চাষে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে মাছের ওজন বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটবে ও চাষী লাভ করতে পারবে না। মাছ চাষ লাভজনক করতে হলে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। (১) পুকুরের মালিকানা একক হলে ভাল। (২) নিজস্ব পুকুর হলে সবচেয়ে ভাল। তবে লীজ পুকুর হলে তার মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি হতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী হলে ভাল হয়। (৩) পুকুরটি অবশ্যই বন্যামুক্ত হতে হবে। (৪) পানির গভীরতা হবে ৪-৬ ফুট। (৫) পুকুরের তলার কাদা ছয় ইঞ্চির বেশি হবে না। (৬) পুকুরের চারপাশে গাছপালা থাকা যাবে না। (৭) পুকুরটি খোলামেলা হতে হবে। (৮) পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়তে হবে। (৯) পুকুরটি আয়তাকার হলে ভাল। (১০) পুকুরের পাড় মেরামত ও ঝোঁপ জঙ্গল পরিষ্কার রাখতে হবে। (১১) পুকুর বসত বাড়ির কাছাকাছি হলে ভাল এতে পুকুরের ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার সুবিধা হয়।

লেখক পরিচিতি : মৎস্য কর্মকর্তা, ঘাসফুল।

গ্রাহক পর্যায়ে কেঁচোসার উৎপাদন

>> শেষ পৃষ্ঠার পর >> প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিনে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা জনাব ডাঃ রাজীব চক্রবর্তী। এসময় সংস্থার সহযোগিতায় সফল খামারী শামসুন্নাহার সকলের সামনে তার সফলতার কাহিনী তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রাক্তন ডিজিএম কে. এম. আবুল কালাম আজাদ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন; ঢাকাস্থ রেডওয়ার্ম নামক কেচোঁ উৎপাদন ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ এহসানুল হক। এখানে কেচোঁসারের গুণাগুণ, সার ব্যবহার, প্রস্তুতিকরণ, অধিক ফলন প্রাপ্তিসহ নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী তার বক্তব্যে সকল গ্রাহককে এই সার বেশী-বেশী ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেন, কেউ যদি বড় আকারে উদ্যোগ নেয় তাহলে কেঁচোসার তৈরীতে কেচোঁ ও রিং কেনার জন্য প্রয়োজনে সংস্থার পক্ষ থেকে ঋণ সুবিধা ও বিনামূল্যে প্রযুক্তি সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

চট্টগ্রামে ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের মতবিনিময় সভায় বক্তারা

>> ১ম পৃষ্ঠার পর >> অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উপ মহা পরিদর্শক মোঃ জাকির হোসেন, বিশেষ অতিথি ছিলেন- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও সিডিএ এর সদস্য মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও চট্টগ্রাম জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, জি.এম.আব্দুস সালাম। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বলেন, সরকার শিশুশ্রম নীতিমালা বাস্তবায়নে খুবই আন্তরিক, চট্টগ্রামে শিশুশ্রম নিরসনে একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম প্রয়োজন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করছে, মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনায় শিশুশ্রম বিষয়টি অগ্রাধিকার পর্যায়ে আছে সুতরাং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সরকারের সাথে এ বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে চাই বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমুহের সহযোগিতা। সবার সমন্বিত উদ্যোগে অবশ্যই শিশুদের উন্নয়নে কাজের একটি গ্রহণযোগ্য ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। বক্তারা আরো বলেন, আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী ইস্তেহারে শিশু অধিকার ও শিশুশ্রম নিরসনের নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা চাই, দিনের পর দিন যে হারে শিশুশ্রম বাড়ছে তা খুবই উদ্বেগজনক, জনপ্রতিনিধিরা শিশু অধিকার ও শিশুশ্রম নিরসনে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে বলে আশা করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ওয়াচ এর নির্বাহী পরিচালক রেবেকা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন সিআরসিডি এর নির্বাহী পরিচালক ইকবাল বাহার ছাবেরী, বর্ণালী এর নির্বাহী পরিচালক সালাউদ্দিন কবির সুমন, উৎস এর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কামাল যাত্রা, দৃষ্টি এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন, সিএসডিএফ এর সমন্বয়কারী কামরুন নাহার সম্পা, যুগান্তরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আরিফুর রহমান, ভোরের আলো এর সমন্বয়কারী শফিকুল ইসলাম খান, ঘাসফুল এর সহকারী পরিচালক (এসডিপি) আনজুমান বানু লিমা। মতবিনিময় সভায় ব্র্যাক, মমতা, আইডিএফ, বিবিএফ, এনএসইউএস, কারিতাস, ইউসেপ, ওডেবসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিশু দাসত্ব নিরসন সপ্তাহ ২০১৪ উদযাপন

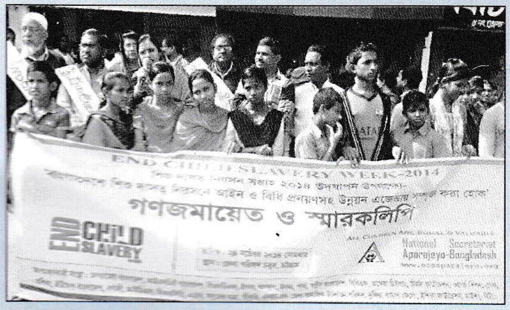

শিশু দাসত্ব নিরসন সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষে বাংলাদেশে শিশু দাসত্ব নিরসনে আইন ও বিধি প্রণয়নসহ উন্নয়ন এজেন্ডায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২৪ নভেম্বর ২০১৪ ইং সকাল ১০ টায় চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের সামনে গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। গণ জমায়েত শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বর্ণিল ফেস্টুনসহ ঘাসফুলের সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের পাঁচজন শিশু, প্রকল্পের সকল প্রোগ্রাম অফিসার, ফিল্ড ফ্যাসিলেটিটর, ও প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর উক্ত গণজমায়েতে শরীক হয়ে মানববন্ধন করেন। তারপর র‌্যালী সহযোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক জনাব আবুল হোসেনের কাছে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনে কুড়িগ্রামের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'সলিডারিটি'

গত ১৫ ও ১৬ নভেম্বর মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা কুড়িগ্রামের 'সলিডারিটি' ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের পাঁচটি কর্ম-এলাকা পরিদর্শন করে। ঘাসফুল কর্ম-এলাকা; পশ্চিম মাদরবাড়ী, পূর্ব মাদারবাড়ী, ইলমার রউফাবাদ ও আমিন জুটমিল এবং ওয়াচের সরাইপাড়া এলাকায় CHWEVT প্রকল্পে এনএফই সেন্টার কার্যক্রম, শিশুদের কর্মস্থল,অভিভাবদের সাথে মতবিনিময়, শিশু সুরক্ষা কমিটির সাথে মিটিং এবং কর্মজীবি শিশুদের ভর্তিকৃত স্কুল পরিদর্শন করে। পরিদর্শনে এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের উপকারভোগী, স্থানীয় প্রতিনিধি, শিক্ষক প্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং এলাকার সিভিল সোসাইটির সাথে মতবিনিময় করা হয়। পরির্দশনদলে কুড়িগ্রামের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন লালমনিরহাট জেলার কুলাহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী, ফুলবাড়ীস্থ নওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান মোঃ মোসাব্বের রহমান মুছা, কুড়িগ্রামস্থ শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ সাইফুল আলম মিয়া। শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন- মোছাম্মৎ তাওহিদা (সহকারী শিক্ষক, রাজারহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম) , মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার (পশ্চিম কুটি চন্দ্রখানা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম)। শিশু প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন মোঃ মিলন ও মোঃ হাসানুর রহমান। সলিডারিটি সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন- টিম লিডার সাইফুর রহমান বক্‌শী, সুনিল কুমার দাশ, রুহুল আমিন, আজিমা বেগম, ইনামুল হাসান, হাছিনা বেগম ও অলক কুমার সরকার। পরিদর্শনটিমের সদস্য ও কুড়িগ্রামের স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলেন, ঘাসফুল চট্টগ্রামে কর্মজীবি শিশুদের নিয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় CHWEVT যে কাজটি করছে, যা একটি সুন্দর চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ ও প্রংশসনীয়। পরিদর্শন টিমের সাথে প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর একটি মাল্টি মিডিয়ায় উপস্থাপন করেন সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ,প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন- ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা,উপস্থিত ছিলেন-প্রকল্প ব্যবস্থাপক,সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ আরিফ,মোঃ গিয়াস উদ্দিনসহ প্রোগ্রামের সকল কর্মকর্তাগণ। পরিদর্শনটিমের সমাপনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী।

এছাড়াও সিএইডব্লিইভিটি প্রকল্পের উদ্যোগে : চট্টগ্রাম শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সহিংসতা থেকে শিশু সুরক্ষায় শিশু উৎসব ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, প্রকল্প কর্মএলাকা চট্টগ্রাম নগরীতে চাকুরীদাতাদের কোড অব কন্ডাক্ট বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন, অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা, আর্ন্তজাতিক অভিবাসন দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ এবং প্রকল্পের ২৪টি সেন্টারের সমাপনি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। সমাপনি পরীক্ষায় ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচের ১৬৩৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

শিশুশ্রম, আইনগত অবস্থান ও প্রতিকার

>> ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর >> অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ৪০ এবং ৪১-এ মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষতঃ জবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (**UNCRC**), আইএলও কনভেনশন ১৮২-সহ শ্রম সংক্রান্ত তেত্রিশটি কনভেনশন বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থন করেছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (**UNCRC**) ৩২ ধারায় বর্ণিত আছে ঃ ১.শরিক রাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে এবং শিশুকে যাতে ঝুঁকিপূর্ণ অথবা শিশুর শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কিংবা তার স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর কাজ করানো না হয় সে ব্যবস্থা করবে। ২.শরিক রাষ্ট্রগুলো এ ধারার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, ও শিক্ষাসংক্রান্ত পদক্ষেপ নেবে। এ উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরিক রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে: ক) কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে। খ) কর্মঘন্টা ও কাজের শর্তগুলো সম্পর্কে উপযুক্ত নিয়মকানুন ঠিক করে দেবে। গ) এ ধারার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত শাস্তি বা অন্যান্য বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া শিশু অধিকার সনদের ১১, ১৯, ২৪ এবং ২৮ নং ধারায় শিশুর সুরক্ষা, শিশুপাচার রোধ , স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মতামতের গুরুত্ব প্রদান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অংগীকার ব্যক্ত করা হয়েছে যা পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম নিরসনে সহায়ক ভুমিকা রাখছে।

শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের উন্নয়ন অঙ্গীকার ঃ বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কৌশলে শিশুশ্রম নিরসনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সরকার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং নীতিতে শিশুশ্রম নিরসনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (**MDG**), সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (**SDG**) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী (২০১১-২০১৫) পরিকল্পনায় শিশুশ্রম নিরসন সহ শিশুদের কল্যাণ মূলক কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এ লক্ষ্যসমুহ ঃ

১. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরণের শ্রমসহ বিভিন্ন ধরণের শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার। ২. শ্রমজীবি শিশুদের দারিদ্র্যের চক্র হতে বের করে আনার লক্ষ্যে তাদের পিতা-মাতাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ। ৩. শ্রমজীবি শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য বৃত্তি ও আনুতোষিক প্রদান। ৪. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যথা: বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গণ, খরা ও মরুকরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করা। ৫. আদিবাসী সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। ৬. শ্রমজীবি শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সকল সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সাধন। ৭. শিশুশ্রম নিরসনে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ণ ও তার প্রয়োগকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করণ। ৮. শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পিতা মাতা, সাধারণ জনগণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। ৯. বাংলাদেশ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শিশুশ্রম নির্মুলের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল ও কর্মসুচি গ্রহণ করা।

(তথ্য সূত্র ঃ শিশুশ্রম তথ্য সহায়িকা-চাইল্ড লেবার ইউনিট - শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়- www.mole.gov.bd, www.clu- mole.gov.bd & National Child Labour Elimination Policy 2010)

লেখক পরিচিতি: প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্প, ঘাসফুল

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৪, অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০১৪ ইং

সম্পাদকীয়

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১৪ এবং এইডস প্রতিরোধে নাগরিক সমাজের ভূমিকা

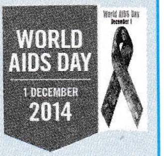

০১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। বাংলাদেশে এইচআইভি-এইডস রোগীর সংখ্যা পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় কম। তবে বাংলাদেশ এইচআইভি-এইডস ঝুঁকিমুক্ত নয়। কারণ বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জনগণের সবসময় নিবিড় যোগাযোগ থাকবে-এটাই স্বাভাবিক। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের মতো বিষয়গুলো রয়েছে। সবচেয়ে আশার বিষয় হলো বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এইচআইভি-এইডস প্রতিরোধে সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো এই সেক্টরে গুরুত্বের সাথে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে। এইডসকে শুধুমাত্র রোগ ভাবলে হবে না, এটি আর্থ-সামাজিক সমস্যাও বটে। তাই এইডসকে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর পাশাপাশি সুশীল সমাজ ও জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সামাজিকভাবেও মোকাবিলা করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকারের যেমন দায়বদ্ধতা রয়েছে, নাগরিকদেরও নিজ নিজ অবস্থান থেকেও নাগরিক দায়িত্ব পালন করাও জরুরী। প্রত্যেকের ভূমিকাই দেশকে ভবিষ্যতের বড়ধরণের ঝুঁকি থেকে বাঁচাতে পারে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এইডস সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনায় অনেকেই সঙ্কোচবোধ করে। সকল নাগরিকের ভ্রান্ত ধারণা এড়াতে এইডস ও এইচআইভি ভাইরাস সম্পর্কে জানতে হবে, স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। এইডস প্রতিরোধে যেহেতু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কার্যকর ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি, তাই সঠিক তথ্য লাভ ও সচেতনতা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। পরিবারে অভিভাবকেরা উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এইডস সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করা উচিত। আলোচনা করতে দ্বিধা থাকলে তাদের এবিষয়ে তথ্যভিত্তিক বইপত্র পড়তে দেয়া যায়। প্রতিটি পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ, জীবন-যাপনে শুদ্ধাচার এবং নাগরিক হিসেবে আবশ্যকীয় নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশাপাশি ছেলে-মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কাদের সঙ্গে মিশছে এসব লক্ষ্য রাখাও জরুরী। কঠোর শাসক নয়, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা নিলেও ভবিষ্যতের শঙ্কা এড়ানো সম্ভব। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরাও কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে। একসময় এইচআইভি-এইডস রোগের নাম শুনলেই মানুষ ভয়ে পালিয়ে যেত। এখন পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। এবিষয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ অবশ্য এখনো রয়ে গেছে। খুব সহজেই আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় তারা কোথাও গিয়ে এইচআইভি-এইডস বিষয়ে সেবা নিতে পারে না। সেবাকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের যৌনকর্মী বা শিরায় মাদকগ্রহণকারী পরিচয় দিতে এখনো সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে জড়তা কাজ করে। আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্নের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরী। এবং প্রবাসী নাগরিকদের নিয়ে আরো বেশী সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি পড়াশোনা, জীবিকা বা অন্যান্য কারণে দেশে পরিবার-পরিজন-নিকটাত্মীয়দের থেকে দীর্ঘ সময় ধরে দূরে বসবাস করে থাকে। প্রবাসকালীন একাকীত্ব অনেকেই সহ্য করতে না পেরে বিপদগামী হয়ে পড়ে। অনেক সময় প্রবাসীরা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির আড্ডায় পড়েন। তারা ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ যৌনমিলনে অভ্যস্থ হয়ে পড়তে পারেন, যা পরবর্তীকালে বিপদ বয়ে আনে। এইডস প্রতিরোধে যে সকল উন্নয়ণকর্মীগণ কাজ করে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যে বিষয়টি আসে তা হলো, সামাজিক মার্যাদার কথা ভেবে অনেকক্ষেত্রে আক্রান্ত রোগী এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিষয়টি গোপন করে রাখে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষত: এই সেক্টরে কর্মরত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন অভিনব পন্থায় আরো বেশী এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। ব্যক্তিগত পর্যায়ের বাইরে সমষ্টিগতভাবেও এইচআইভি সংক্রমণ মোকাবিলায় কিছু দায়িত্ব নাগরিক সমাজের রয়েছে। আমাদের সমাজে ধর্মীয় প্রভাব যেহেতু বেশী সেহেতু আমাদের সকল ধর্মীয় নেতাদের এবিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে দৈনিক বা সাপ্তাহিক ধর্মাচার অনুষ্ঠানগুলোতে কার্যকরভাবে বিষয়টি উপস্থাপন সম্ভব। সামাজিক ক্লাব, পেশাজীবি সংগঠন, সুশীল সমাজ, ছাত্র ও যুব সংগঠন, কলকারখানার শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিগণও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে পারে। এইডস সম্পর্কে আমাদের মধ্যে নানা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে বা আমাদের উদাসীনতার কারণে এবিষয়ে বড়ধরণের ঝুঁকি নেমে আসে। এজন্য এইডস কাদের হতে পারে বা কাদের হওয়ার ঝুঁকি বেশি, সকলের কাছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইডসের মতো স্পর্শকাতর বিষয় প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এবিষয়ে ধর্মীয় সতর্কবাণীকে বিভিন্ন গণমাধ্যম তথা রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার-প্রসার করে সচেতনতা সৃষ্টিতে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখা উচিত এইডস বিস্তারে বয়সের কোনো বাছবিচার নেই। বিপথগামী মাদকাসক্ত তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সের ব্যক্তি এ মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। দেশের সব নাগরিক এইডস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং তা কাজে লাগিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এইচআইভির বিস্তার রোধে সাহায্য করতে পারে। এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধে সকলের স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে নিজেকে সচেতন রাখার পাশাপাশি স্ব-স্ব অবস্থান থেকে অন্যকেও সচেতন করতে হবে। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বিভিন্ন নাগরিক ফোরাম এর মাধ্যমে সামষ্টিক উদ্যোগে কার্যকর প্রচেষ্টা থাকলে মরণব্যাধি এইডস প্রতিরোধ সম্ভব।

শিশুশ্রম, আইনগত অবস্থান ও প্রতিকার

---সিরাজুল ইসলাম

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। যে বয়সে একটি শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া, আনন্দচিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলা করার কথা সেই বয়সে ঐ শিশুকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। দেশে দিন দিন বাড়ছে শ্রমজীবি শিশুর সংখ্যা, শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগান দেয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়, ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এ পরিস্থিতিতে বয়সের কথা বিবেচনা না করে পিতার পেশা বা অন্য কোনো পেশায় সন্তানকে নিয়োজিত করে পরিবারের আয়ের অংশীদার হওয়াকে পিতামাতা লাভজনক মনে করেন। অন্যদিকে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোমলমতি শিশুরা নিয়োজিত হয়ে পড়ে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। শিশুদের স্বল্প মূল্যে দীর্ঘক্ষণ কাজে খাটানো যায় বলে প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়োগকর্তা, মালিক, ম্যানেজার এবং কর্তৃপক্ষগণ শিশুদের কাজে নিয়োগ করার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে থাকে এবং সে সুযোগ লুফে নিচ্ছে বর্তমানে সস্তা দামের শিশুশ্রম। এ শিশুশ্রমের কারণে শিশুদের পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হবার পর সে হারিয়ে যায় অগণিত মানুষের মাঝে। এদের কেউ তখন হোটেল- রেস্তোরায়, কেউ ফ্যাক্টরি-ওয়ার্কশপে, কেউবা বাসা-বাড়িতে কাজ নেয়। অনেকে আবার কোন কাজ না পেয়ে ছিন্নমূল শিশুতে পরিণত হয়। সকল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এসকল শিশুর সুকুমার বৃত্তিগুলো আর প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায় না। ফলে এ শিশুরা সুনাগরিক হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দিন দিন।

শ্রমজীবী শিশুর সংজ্ঞা ও বয়স ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিলে, এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনি দলিলেও 'শিশু-কিশোর' এর সংজ্ঞা একেকভাবে বর্ণিত আছে। শিশু-কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণে বয়সের বিষয়টিই মূখ্য বিবেচিত হওয়ায় সরকারি দলিলে শিশু-কিশোরদের একটি অভিন্ন বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হলে ভাল হত, বিভিন্ন মহল থেকে এমনটি দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুদের সাথে উন্নত দেশের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং তাদের বহুমাত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে যেয়ে দলিল ভেদে বাংলাদেশের শিশুদের বয়সের এ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞাও বয়সভিত্তিক। এ আইনের ২(৮) নং ধারায় 'চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করেছেন কিন্তু আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই' এমন কোন ব্যক্তি "কিশোর" এবং ২(৬৩) নং ধারায় 'চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই' এমন কোন ব্যক্তিকে "শিশু" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে "শিশুশ্রম" বা "শিশুশ্রমিক" এর কোন সংজ্ঞা সরকারি- বেসরকারি কোন দলিলে পরিলক্ষিত হয় না। এমতাবস্থায়, শিশুশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনায় 'শিশু' ও 'কিশোর' এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)-এ 'শিশু' ও 'কিশোর' এর বয়সভিত্তিক সংজ্ঞাটি অনুসরণীয়। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন শিশু দ্বারা সম্পাদিত শ্রম 'শিশুশ্রম' হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে "শিশুশ্রমিক" বলে কোন ব্যক্তি-শ্রমিক এর অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রমে নিয়োজিত শিশুর বিশেষণ হিসেবে "শিশুশ্রমিক"এর স্থলে 'শ্রমে নিয়োজিত শিশু' বা 'শ্রমজীবী শিশু' ইত্যাদি বাক্যসমূহ ব্যবহার করতে হবে।

শিশুশ্রম, সাংবিধানিক ও আইনগত অবস্থানঃ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার অংশের >> বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় >>

অতিথি কলাম

জেন্ডার বৈষম্য এবং সমতা

---মাহবুবা হক

একটা শিশুর যখন জন্ম হয় তখন হয় সে ছেলে অথবা মেয়ে। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এই ছেলেকেই বলা হয় পুরুষ আর মেয়েকে নারী। অথচ শারীরিক বা জৈবিক কিছু পার্থক্য ছাড়া ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আর তেমন কোন পার্থক্য নেই। শারীরিক গঠনের জন্যই ছেলেরা পুরুষ লিঙ্গে আর মেয়েরা নারী লিঙ্গে অবস্থান করে। নারী পুরুষের এই শারীরিক বৈশিষ্ট জন্মগত এবং প্রাকৃতিক ভাবেই তৈরী যা অপরিবর্তনশীল। আর এই পার্থক্য পৃথিবীর সব পরিবারে, সমাজে, দেশে একই রকম। তাইতো পৃথিবীর সর্বত্র পুরুষ লিঙ্গ হচ্ছে ছেলে আর নারী লিঙ্গ হচ্ছে মেয়ে। এই জৈবিক বা শারীরিক গঠনকে প্রাকৃতিক বা জৈবিক লিঙ্গ বা সেক্স বলে। একটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে অন্য যে পার্থক্য রয়েছে তা হচ্ছে পোষাকে, আচার ব্যবহারে, চলাচলে, শিক্ষাই এবং সর্বোপরি তাদের উপর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। নারী-পুরুষের মধ্যকার এই সকল পার্থক্য আর তাদের ভূমিকা সবটাই সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত। তবে এই সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রতিটি সমাজ ও পরিবার ভেদে হয় ভিন্ন যা পরিবর্তনশীল । সামাজিকভাবে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য বা নারী পুরুষের এই সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংজ্ঞাকেই বলে সামাজিক লিঙ্গ বা জেন্ডার। প্রকৃতি তৈরী করে ছেলে এবং মেয়ে। সমাজ তাকে বৈষম্যের ভিত্তিতে পরিনত করে নারী আর পুরুষে। নির্ধারণ করে মেয়েলী ও পুরুষালী বৈশিষ্ট্য। দুর্বল, ভীতু, সেবাপরায়ন, স্নেহপ্রবণ, আবেগপ্রবণ, ত্যাগী, ধৈর্য্যশীল,যত্নশীল প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য নারী আচরণ হিসেবে এবং কর্তৃত্ব পরায়ণ, সাহসী, কঠোর, উগ্র, অত্যাচারী, ভয়ঙ্কর ইত্যাদি দৃড় বিশেষণ পুরুষ বৈশিষ্ট্য রুপে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে বৈশিষ্ট্যগুলি উভয়ের সামাজিক ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে দেয়। দেখা যায় মেয়ে শিশুর জন্য কেউ উপহার দিলে তা হয় পুতুল বা হাড়িপাতিল, আর ছেলে শিশুর জন্য উপহার হয় বল বা গাড়ি-প্লেন ইত্যাদি। এই উপহার গুলিই ইঙ্গিত করে সংসারে মেয়ের এবং ছেলের ভূমিকা কি হতে পারে। এভাবে সৃষ্টি হয় ছেলে-মেয়ের মধ্যে ব্যবধান। আর এভাবেই প্রতিনিয়ত নারী হয়ে পড়ে অন্তর্মুখী আর পুরুষ হয় বর্হিমুখী। যা পুরুষকে করে ক্ষমতাবান এবং নারীকে করে ফেলে ক্ষমতাহীন। ফলে বৈষম্য বাড়তেই থাকে, ফলশ্রুতিতে নারীদের প্রতিনিয়ত নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সৃষ্টির আদিতে নারী পুরুষের দৈহিক ভিন্নতা ছাড়া অন্য কোন বৈষম্য ছিল না, ছিল না পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র। গোষ্টিবদ্ধ সমাজে নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পুরনে ছিলনা কোন বাধা। জমির কোন মালিকানা বা পরিবার প্রথা ছিল না। তবে সময়ের সাথে সাথে ধাতুর ব্যবহার, গবাদি পশুপালন, কৃষি ব্যবস্থার প্রচলনে গোষ্টিবদ্ধ সমাজ, বাক্তি মালিকানাধীন সমাজে রূপান্তরিত হতে থাকে। সম্পত্তি, সম্পদ এবং সন্তানের উপর একক কর্তৃত্ব জন্মায়। আর সম্পদের বৈধ উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে নারীর জন্য একজন পুরুষ বা স্বামী ছাড়া অন্য কোন যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয় কঠোরভাবে । পুরুষটি একক পরিবারের কর্তা সেজে বসে। নানাধরনের বঞ্চনা, নিপীড়ন, বিধি নিষেধ আরোপের মাঝে নারীকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে পুরুষের তুলনায় নারীরা কম বুদ্ধি এবং কম যোগ্যতা সম্পন্ন, তারা হীন, দুর্বল। আর পুরুষরাই কেবল অধিকতর স্বাধীনতা, অধিকার এবং ক্ষমতা ভোগ করতে পারে। অনাদিকাল হতেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রকরা এসব তত্ব আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে নানা কৌশলে। আর এভাবেই পিতৃতন্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়। উল্লেখ্য যে, পিতৃতন্ত্র হলো এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যা নারীকে ক্রমাগত বা নিরন্তর হেয় বা অবদমিত করে। নারীদের অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে এশিয়ায় শুরু হয় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই। এভাবে যুগে যুগে বিশ্বব্যাপী নানা ঘাত প্রতিঘাত, চড়াই উৎরাই আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনা পাশ করে। মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের মর্যাদার দাবী এবং এই ঘোষনা পত্রে ৩০ টি অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে । অনুচ্ছেদ ১ এ মানুষের মর্যাদা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমতার কথা বলা হয়েছে- "সকল মানুষ স্বাধীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে এবং সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে"। অনুচ্ছেদ ২ এ বৈষম্যহীনতার কথা বলা হয়েছে। আর বৈষম্য হলো একটি অবস্থা যখন ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি, ভোগ ও চর্চাক্ষেত্রে যদি কম বেশী করা হয়, বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় বা বাদ দাওয়া হয় যার ফলে ঐ ব্যক্তি দূর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর ক্রমেই নারীর অধিকার এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি সামাজিক, রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে উন্নয়নের ধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে শুরু করে। এখানে উল্লেখ্য যে, যখনই নারীর সম অধিকারের কথা বলা হয় তখনই বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে সমতাকে ব্যাখ্যা করা হয়। যুক্তি দেওয়া হয় যেহেতু নারী-পুরুষের অধিকার সমান সুতরাং সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের মত করেই ভূমিকা পালন করতে হবে। এখানে নারী এবং পুরুষের শারীরিক ও প্রাকৃতিক পার্থক্যকে বিবেচনায় না নিয়ে বরং এই পার্থক্যকের কারণে নারীকে কিছু কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এসব মূল্যায়নের মানদন্ড করা হয়। ফলাফলে নারীকে দূর্বল বা অধঃস্তন হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সমতা শব্দটি মূলত এই সত্যতা থেকে এসেছে যে সুযোগ সুবিধা, চলাচল, চাকুরি, পারিশ্রমিক, সম্পদের মালিকানা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা, ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী চরমভাবে অসম আচরণের শিকার এবং এ থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে দেখা হয় নারীকে পুরুষের সমঅধিকার প্রদানের স্বীকৃতি দেওয়া। তবে সমতা প্রকৃত অর্থে অর্জন হলে সেখানে অবশ্যই বিরাজ করবে সুযোগে সমতা, অংশগ্রহণে সমতা আর ফলাফলে সমতা। আসলে সমতা হচ্ছে একটি লক্ষ্য বা মানদন্ড এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া বা কৌশল হলো সাম্য। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী তাদের সুযোগ সুবিধাকে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ সুবিধা বঞ্চিত বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য অধিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করা যেতে করে তাদের উন্নয়ন তরান্বিত হয় এবং সর্বস্তরে তারা সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ নারী এবং পুরুষকে যদি পৃথক দুটি ট্রেন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এদের অবস্থান লক্ষ্য করা হয়, তবে দেখা যায় পুরুষ ট্রেনটির দূর্বার গতিতে ছুটে চলেছ আর নারী ট্রেনটি ধুকে ধুকে চলছে এবং তাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান অনেক। আমরা জানি, এই অসম গতির একমাত্র কারণ জেন্ডার বৈষম্য। এখানে পরিবার, সমাজ, ধর্ম তথা পিতৃতন্ত্র নারী ট্রেনটির গতিরোধ করে বসে আছে। ধরি, এখন থেকেই সম আধিকার নিশ্চিত করা হলো অর্থাৎ নারী ট্রেনটিকে পুরুষ ট্রেনটির সম গতি সম্পন্ন করা হলো। এখন প্রশ্ন হলো এর পরেও কি নারী ট্রেনটি পুরুষ ট্রেনটির অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রম করে একই অবস্থানে পৌঁছাতে পারবে? এর উত্তর সহজে অনুমেয়। ফলে সমতায় আনতে চাইলে নারী ট্রেনটিকে অবশ্যই পুরুষ ট্রেনটির অধিক গতি সম্পন্ন করতে হবে। আর অধিক গতি পাবার পর যে মুহূর্তে ট্রেন দুটি সম আবস্থানে পৌঁছাবে তখন থেকেই সম অধিকারের শর্তগুলি নারী- পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আসলে এই অধিক গতি প্রদানের প্রক্রিয়াই হচ্ছে সাম্য। ক্রমবর্ধমান সামাজিক অবক্ষয় নারীর উপর মারাত্বক প্রভাব ফেলছে। সমাজ নারীকে যৌন প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করে বিধায় নারীকে ঘরে বাইরে প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। সমাজ নারীকে বোঝা মনে করে ফলশ্রুতিতে তাকে যৌতুক ও শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আবার নারীর জন্য নির্ধারিত গৃহকর্মকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয় না এবং সর্বপরি নারীর মর্যাদার জায়গাটি সবচেয়ে উপেক্ষিত। তাইতো নারীদের সম অধিকারের বিষয়টি ঘোষিত হলেও এর সুফল ভোগের ব্যপারে তারা মোটেও তৈরী নয়। কারণ একটাই - যুগ যুগ ধরে সামাজিকভাবে বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন আর লাঞ্চনার শিকার অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যাতাকলে পিষ্ট এই অসহায়, দূর্বল নারীরা পুরুষদের মত করে ভূমিকা পালনে উপযোগী বা অভ্যস্ত নয়। আর তাইতো এখন সময়ের দাবী নারীদের উন্নয়নের জন্য সমতায় পৌঁছানোর কৌশল বা সাম্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। যেমন- পরিবহণে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন বরাদ্দ, নির্দিষ্ট কিছু চাকুরীতে কোটা বরাদ্দ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ, নারীদের জন্য তথ্যসহ ও অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির সুবিধাগুলি নিশ্চিত করাসহ এবিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অর্থাৎ নারীকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা। আমরা প্রতিটি নারী-পুরুষই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বেড়াজালে আবদ্ধ। তাই অভ্যাসগত কারনেই এর থেকে বেরিয়ে আসা খুব একটা সহজ নয়। এই ধরনের জেন্ডার বৈষম্য শুধুমাত্র মেয়েদেরই ক্ষতি করছে এমন নয়, ক্ষতি করছে পুরো পরিবারের, সমাজের এবং সর্বপোরি দেশের। এছাড়া নানাধরনের অনমনীয় নিয়মকানুন, গুনাবলি, দায়িত্ব- কর্তব্য ছেলেদের উপরও চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে তারাও বন্দি এবং জেন্ডার পার্থক্যের শিকার। আপাতভাবে মনে হতে পারে পরিবার থেকেই জেন্ডার বৈষম্য বা সমতার বিষয়টি শুরু হওয়া উচিত। তবে আমি মনে করি কল্যাণকর যেকোনো সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান, কাল, পাত্র থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বরং প্রতিটি সুযোগ এবং সম্ভাবনাই উত্তরণের পথ হতে পারে। আমরা চাইলে অবশ্যই এই সমাজ পরিবর্তন করতে পারি। যেখানে মেয়ে মানেই অসহায় দূর্বল নয় বা ছেলে মানেই কঠোর, উদ্ধত বা আদেশকারী বা নির্যাতনকারী নয়। মূলত একজন ব্যাক্তি কিভাবে বিকশিত হবে তা নির্ভর করে কিভাবে তাকে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং এই গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা প্রতিটি নারী- পুরুষের ভূমিকা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিঃদ্রঃ লেখায় ব্যবহৃত কিছু সংজ্ঞা এবং উদ্ধৃতির জন্য ফওজিয়া খোন্দকার ইভা এবং সানাইয়া ফাইম আনসারী এর লিখার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

লেখক পরিচিতি : সহযোগী পরিচালক, ইনাফি বাংলাদেশ।

প্রকাশনার ১৩ বছর
ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪ইং

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের মহান বিজয় দিবস উদযাপন

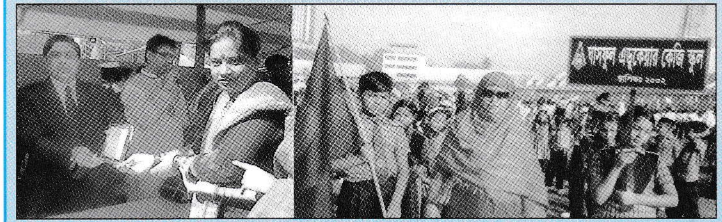

গত ১৬ ডিসেম্বর মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রাম এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় মনোমুগ্ধকর কুচকাওয়াজ । এতে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা কুচকাওয়াজ অংশগ্রহণ করে উপস্থিত সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। কুচকাওয়াজ শেষে জেলা প্রশাসক মো: মেজবাহ উদ্দীন এর নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন সিনিয়র শিক্ষিকা জান্নাতুল মাওয়া।

ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের অব্যাহত সাফল্য

প্রতিবারের মতো এবারও প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকিট (পিএসসি) পরীক্ষায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের নয় জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে পাঁচজন এ গ্রেড, একজন এ-মাইনাস গ্রেড এবং তিনজন সি গ্রেড লাভ করে । উল্লেখ্য শিশুদের উন্নতমানের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িতে ২০০২ সালে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই স্কুল শিক্ষা ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অক্ষুন্ন রেখে যাচ্ছে।

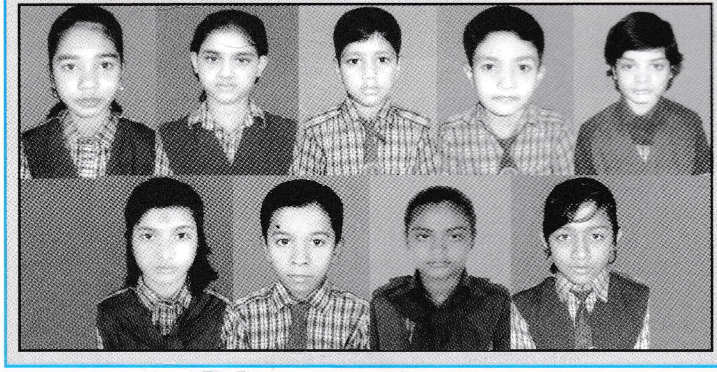

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনূর রশীদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

গ্রাহক পর্যায়ে কেঁচোসার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণীসম্পদ ইউনিটের আয়োজনে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় কালারপোল শাখায় গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর' ২০১৪ দুইদিন ব্যাপী গ্রাহক পর্যায়ে কেঁচোসার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে স্থানীয় ২৫ জন কেচোঁসার গ্রহিতা উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শুরুর পূর্বে ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী এর সভাপতিত্বে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম।
>> বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় >>

চট্টগ্রামে কালারপোল শাখায় বায়োগ্যাস গ্রাহকদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

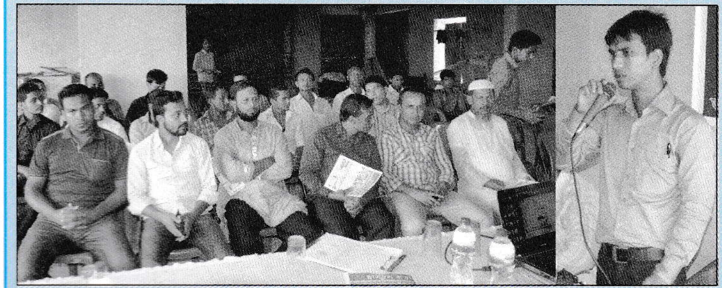

ইডকল এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঘাসফুল বায়োগ্যাস প্রকল্পের উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়াস্থ কালারপোল শাখার অধীনে বায়োগ্যাস গ্রাহকদের নিয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় ইডকলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মোঃ শহীদুল আলম। তিনি গ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন এবং সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ সেলিমসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। গত ৩ মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১৪) ঘাসফুল কর্মএলাকায় মোট ২০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনকে ঘাসফুল এর সেলাই মেশিন অনুদান

ঘাসফুল নওগাঁ জোন মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে নওগাঁ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন ইভেন্টে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মহান বিজয় দিবসের অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধের মাঝে লুঙ্গি, শাড়ি,সেলাই মেশিন ও খাবার বিতরণ। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নওগাঁ জেলার চক-প্রসাদ গ্রামের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনকে একটি সেলাই মেশিন অনুদান হিসেবে প্রদান করে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ এনামুল হক, নওগাঁ পুলিশ সুপার, সহকারি কমিশনার শুভাশিস ঘোষ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ হারুন অর রশিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেগম হাসিনা আক্তার, আগত অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধারা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মো: শামসুল হক, সহকারি পরিচালক, নওগাঁ জোন।

সমৃদ্ধি ইউনিট অফিসে শুরু হয়েছে চিকিৎসাসেবার আরো একটি নতুন সংযোজন

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারীস্থ মেখল ইউনিয়নের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রত্যেকের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় ২৫ অক্টোবর' ১৪ হতে ইছাপুর বাজারস্থ ইউনিট অফিসে শুরু হয়েছে চিকিৎসাসেবার আরো একটি নতুন সংযোজন। স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সপ্তাহের প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এই সেবা চলে। এপর্যন্ত এই সেবায় স্থানীয় জনসাধারনের মাঝে পরামর্শপত্র পেয়েছেন ২১৪ জন। তাছাড়াও সমৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় স্বাস্থ্যসেবা খাতে (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৪ পর্যন্ত) স্ট্যাটিক ক্লিনিক এর মাধ্যমে সেবা গ্রহন করেছেন ৬৮০ জন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে সেবা গ্রহন করেছেন ৩০৮ জন। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবিকাদের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রক্তচাপ মাপা হয়েছে ৬২৭৪ জন, ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয় ৭৮৪ জন। এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচীর ষোল জন স্বাস্থ্যসেবিকার মাধ্যমে ৬৫৬২ টি খানা পরিদর্শন করে >> বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় >>

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন : ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ২৮৫৮৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org